দৈনিক ইনকিলাব

18 JAN 1988

তারিখ ..18 JAN 1988

পৃষ্ঠা... ... কলাম...3...

027

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বর্তমানে সীমাহীন সেশন জটের শিকার। দেশের প্রকৌশল শিক্ষায় এটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তা আজ সর্বজনবিদিত।

১৯৬২ সালে তৎকালীন আহসান উল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ৫৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে ১৩০ জন তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে, ১৩০ জন যন্ত্র কৌশল, ৩০ জন কম্পিউটার কৌশল, ১৫৫ জন পুর কৌশল, ১৫ জন নৌ ও নৌযান যন্ত্র কৌশল, ৪০ জন কেমি কৌশল, ১০ জন ধাতব কৌশল ও ৫০ জন স্থাপত্য কৌশল অনুষদে ভর্তি করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সুনামের পরিচয় দিলেও বর্তমানে তা ধরে রাখতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আজ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মানে একটি বছর অপেক্ষা করার পর ক্লাস করতে যাওয়া, যার দরুন নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হতাশার জন্ম নিচ্ছে।

একথা ঠিক যে, দেশের বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতা বিরাজ করছে তা থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত থাকার কথা নয়।

এবার সেশন জট সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ করা যাক। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ প্রায় দু'বছর পিছিয়ে আছে। এই অবস্থার জন্য গত এক যুগকে দায়ী করা চলে। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী বছরের জুন মাসের পূর্বে ক্লাস শুরু করতে পারবে বলে মনে হয় না। এমনকি তা আরও পিছিয়ে যেতে পারে। কারণ, এখন পর্যন্ত এর পূর্ব শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬-এর দ্বিতীয় সেমিষ্টারের ক্লাস শুরু হয়নি। অথচ গত ৩১ অক্টোবর থেকে তা শুরু হবার কথা ছিল।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশন জটের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে অভিহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাপ্রবাহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৭ সালের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে তার জন্য ধর্মঘট ও পাল্টা ধর্মঘটের কারণে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ ক্লাস হতে পারেনি। অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষ দু'সপ্তাহ পিছিয়ে যায়। উল্লেখ্য, নির্ধারিতসংখ্যক ক্লাস (১৪ সপ্তাহ) না হলে কোন সেমিষ্টার পরীক্ষা হয় না। তাছাড়া, কারণে-অকারণে কিছুসংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে যোগদানে বাধা দেয়। এঘটনা প্রতি মাসেই ঘটে থাকে। অথচ কর্তৃপক্ষ এই সকল ছাত্রকে সনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা গ্রহণের পক্ষে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ কখনোই নিতে পারেননি। পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষিত হলে মুষ্টিমেয় ছাত্র পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে আন্দোলনে নেমে পড়ে (আমি আমার তিন বছরের প্রতিটি পরীক্ষায় এটি দেখেছি), কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে দৃঢ়তা না দেখিয়ে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেন। সাম্প্রতিক পরীক্ষার কথাই বলি। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিষ্টার পরীক্ষা হবার কথা ছিল প্রথমে ২২ আগস্ট থেকে। পরবর্তীতে তা সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ থেকে শুরু করে ১ অক্টোবর শেষ হবার কথা ছিল। কিছুসংখ্যক ছাত্রের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও ২৩ দিন অর্থাৎ অক্টোবরের ২৪ তারিখে পরীক্ষা শেষ করেন। [...] করে শিক্ষাবর্ষ দু'সপ্তার বেশী পি[...] যায়। দেশের রাজনৈ[...] ঘটনা-প্রবাহের কারণে ৫৬ দিন [...] থাকার পর গত শনিবার থে[...] প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ক্ল[...] শুরু হয়েছে।

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের উ[...] আলোকপাত করলে দেখা যায়, [...] শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯[...] অক্টোবরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা প[...] করেন। অর্থাৎ এক বছরের বে[...] সময় আগে পাস করেও তারা তা[...] নতুন বই পুস্তক নিয়ে লেখা-পড়া শ[...] করতে পারেনি। তাদের ভর্তি পরী[...] অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালের ৪ ও [...] ফেব্রুয়ারী। একই শিক্ষাবর্ষে অন্যা[...] বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ [...] ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে অনে[...] আগেই ক্লাস শুরু হয়েছে[...] এমতাবস্থায় হতাশা যে দানা বে[...] উঠবে না তা নিশ্চিত করে কিছু ব[...] যায় না। এ ব্যাপারে দে[...] কর্তাব্যক্তিদের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজ[...] রয়েছে। অচিরেই এর একটা সমাধ[...] না হলে পরিস্থিতি সত্যিই ভয়া[...] আকার ধারণ করবে। আমরা [...] পরিস্থিতি কখনোই আশা করি না[...]

—মামুন আহমে[...]